তারিখ ... 30 MAY 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

মাজহারুল আনোয়ার শিপু

দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনে আবারও ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে কথা উঠেছে। খোদ সরকারের তরফ থেকে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই এর পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। দেশে জরুরী অবস্থা বলবত থাকায় কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলার সুযোগ পাচ্ছে না। তবে অনেক শিক্ষক বলেছেন, বিগত সরকারগুলো মেধার লালন না করে আনুকূল্যের লালন করছে। আনুগত্যের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের নিয়োগ দিয়েছে।

যার প্রেক্ষিতে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি স্বকীয়তা হারিয়ে লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। এর দায় কখনও ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ওপর চাপানো যাবে না। তাহলে একজন নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হনন করা হবে। এদিকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি গঠন এবং সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা নিয়েও নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সার্চ কমিটি গঠনকে অনেকে স্বাগত জানালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বুয়েট শিক্ষক সমিতিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাঁরা বলেছেন একই সার্চ কমিটি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের সুপারিশ করলে তা কখনও ফলপ্রসূ হবে না। জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিটির সুপারিশ সুফল বয়ে আনলেও তা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নাও হতে পারে। '৭৩-এর অধ্যাদেশ পরিবর্তন করে অভিন্ন নীতিমালা প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন, ৭৩-এর অধ্যাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের ধারক-বাহক। অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন হবে। কারণ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্রতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠনের জন্য মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও সুপারিশ ছিল। তিনি প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে এই কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। এ ছাড়া চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষাবিদ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় মনোনীত একজনকে এই কমিটিকে রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সম্পর্কে জনকণ্ঠকে বলেছেন, রাজনীতি যদি রাজনৈতিক ময়দানে থাকে তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের অঙ্গ সংগঠন দিয়ে শিক্ষাঙ্গনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তাহলেই সমস্যা। এতে শিক্ষাঙ্গনে সংঘাত হয়। ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। পাঠদানের ক্ষতি হয়। অন্যদিকে সংগঠন করা সাংবিধানিক অধিকার। কাজেই আলোচনা করে একটা সমাধানে আসতে হবে। সার্চ কমিটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উপাচার্য নিয়োগের জন্য সার্চ কমিটি হতে পারে। কিন্তু তার জন্য শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। '৭৩-এর অধ্যাদেশ পরিবর্তন করে অভিন্ন নীতিমালা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্নধর্মী। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন নীতিমালা হতে পারে না। তবে কিছু নীতিমালা এক হতে পারে তাও আলোচনার ভিত্তিতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি সম্পর্কে জনকণ্ঠকে বলেন, রাজনীতি যদি পঙ্কিলতা, স্বার্থান্বেষী ও আত্মকেন্দ্রিক হয় তাহলে সমাজই তাকে বন্ধ করে দেবে। আর তা যদি উদার, শান্তি চিন্তা, সমাজ অগ্রসর করার জন্য হয় তাহলে সেই রাজনীতি বন্ধ করার অধিকার কারও নেই। উপাচার্য সার্চ কমিটি সম্পর্কে তিনি বলেন, সার্চ কমিটি করা যেতে পারে। তবে তা একাডেমিশিয়ানদের দ্বারা করা উচিত। কারণ সচিবরা তো প্রশাসনিক প্রধান। '৭৩-এর অধ্যাদেশ পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, বৈচিত্র্যের মাঝে সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যের মাঝেই বিকাশ। কাজেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন নীতিমালা হতে পারে না। বিশ্বে কোথাও এই অভিন্ন নীতিমালা নেই। আসলে সবকিছুকে সরলিকরণ করে দেখা হচ্ছে। সুদূরপ্রসারী সংস্কারের জন্য আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

অন্যদিকে নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি স্বরূপ ও সম্ভাবনা শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতেও বক্তারা ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। বক্তারা বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির বর্তমান অবস্থার জন্য ঢালাওভাবে শুধু ছাত্র ও শিক্ষকদের দায়ী করা ঠিক না। কারণ আমাদের রাজনীতিবিদদের দর্শনের জন্যই তাদের এই হাল হয়েছে। তবে বক্তারা বলেছেন, শিক্ষকদের মধ্যে নীল-সাদা-গোলাপী দল থাকা উচিত না। এতে তাদের মধ্যে লেজুড়বৃত্তি চিন্তা-চেতনা আসাই স্বাভাবিক। সেমিনারে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি ও উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন সুপারিশ করে। পিটার হালদারের পরিচালনায় উক্ত গোলটেবিল আলোচনায় বক্তৃতা করেন মেজর জেনারেল (অব) গোলাম কাদের, লে. কর্নেল (অব) আব্দুল লতিফ মল্লিক, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব) নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান প্রমুখ।